অল্পবয়সে ব্রেন স্ট্রোক!

এশিয়া তথা ভারতবর্ষে ব্রেন স্ট্রোকের কারণে প্রাপ্তবয়স্ক থেকে যে কোনো বয়সের মানুষই (লাখ প্রতি ১২২ থেকে ১৪৮ মানুষ) মৃত্যু বা অক্ষমতার শিকার হচ্ছেন স্ট্রোকের কারণে। ইদানিং কালে, অল্পবয়সীরাও এই সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এর পিছনে, রোগীর ও তার পরিবারের অবহেলা বা উদাসীনতা যেমন দায়ী, ঠিক তেমনি সঠিক রোগের সঠিক সময়ে চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অনুপস্থিতিও এর অন্যতম কারণ। বর্তমানে, ওষুধ-পথ্যের পাশাপাশি স্ট্রোকের চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর নবজীবন লাভ সম্ভবপর হয়েছে।

প্রঃ স্ট্রোকের লক্ষণ গুলি কি কি?

উঃ হঠাৎ করে মুখের ভাব - ভঙ্গি বদলে যাওয়া বা দুর্বলতা, কথা বলার সমস্যা। মুখ, হাত, পা, শরীরের একদিক বা সম্পূর্ণ অংশে দুর্বলতা * কথা বলা এবং বুঝতে অসুবিধা হওয়া * মাথা ঘোরা, শরীরের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া কিংবা আকস্মিক পড়ে যাওয়া * একটি বা দুটি চোখেই দৃষ্টি চলে যাওয়া বা অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া * মাথা ব্যথা বা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। অনেকেই মাথা ঘোরাকে স্পন্ডিলাইটিস ভেবে ভুল করেন। ফলে, বহুক্ষেত্রেই তা চিকিৎসাহীন থেকে যায়। যা পরবর্তীকালে জটিল আকার ধারন করতে পারে।

প্রঃ স্ট্রোকের চিকিৎসা কিভাবে হয়?

উঃ স্ট্রোকের চিকিৎসায় কতকগুলি পর্যায় রয়েছে, যেমন - স্ট্রোকের শনাক্তকরণ এবং ওষুধের মাধ্যমে পরবর্তী চিকিৎসা, থ্রম্বোলাইসিস, কারোটিড অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টিও, সার্জারি ও ফিজিওথেরাপি (নিউরো-রিহ্যাব) দ্বারা চিকিৎসা হয়।

প্রঃ স্ট্রোকের চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকা কী?

উঃ স্ট্রোক প্রতিরোধে এবং স্ট্রোকের পরে নিরাময়ের জন্য ওষুধ এবং সার্জারির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সময় থাকতে থাকতেই রোগীকে প্রাথমিক অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রয়োজন। যে সমটাকে আমরা মূলত গোল্ডেন আওয়ার বলে থাকি (১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যে ডায়াগনসিস্ ও প্রাথমিক চিকিৎসা)। কারণ, এই সময়ের বেশী দেরী হলে ও রোগীর অবস্থা খুব খারাপ থাকলে চিকিৎসার ফল কখনওই আশাপ্রদ হয় না। হাই ব্লাড-প্রেশারের কারণে ব্রেনের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে যা "ব্রেন হেমারেজ" নামে পরিচিত। এর কারণে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১৫%। অল্পবয়সীদের মধ্যে ব্রেন হেমারেজের কারণে ব্রেন অ্যানুরিজমও হয়ে থাকে, যেক্ষেত্রে নিউরো ভাসকুলার সার্জারি বিশেষ কার্যকরী।

এ.এম.আর.আই. হাসপাতাল সল্টলেকে এখন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভিজ্ঞ চিকিৎসক, পারদর্শী নার্স এবং ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা স্ট্রোক সংক্রান্ত সব ধরনের চিকিৎসা সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়া, ২৪ঘন্টা সিটি স্ক্যান ও ইমার্জেন্সির সুবিধা, ট্রমা ও স্ট্রোক রোগীর জন্য এম.আর.আই., অ্যাঞ্জিওগ্র্যাফি ও উন্নতমানের আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নির্দিষ্ট নিউরো ইনটেনসিভ / স্ট্রোক কেয়ার উপলব্ধ রয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, কমবয়সী থেকে প্রাপ্তবয়স্ক নির্বিশেষে নিয়মিত কার্ডিওলজিস্ট ও প্রয়োজনে কাছের যেকোনো মাল্টিস্পেশালিটি স্ট্রোক ক্লিনিকে নিউরো স্পেশালিষ্টের পরামর্শ আপনাকে স্ট্রোকের থেকে দূরে রাখতে সক্ষম।

ডাঃ পার্থ প্রতিম বিষ্ণু

বিভাগীয় প্রধান ও কন্সালটেন্ট, নিউরো সার্জারি (ব্রেন ও স্পাইন)
MS, MCh (Neuro, GB Pant Hospital, New Delhi)

AMRI HOSPITALS
SALT LAKE